অশোকের দৃষ্টিতে ধর্ম অশোক তাঁর লেখমালায় বার বার ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর ধর্মানুরাগ, ধর্মানুশীলন এবং ধর্মপ্রচারের কথা সাগ্রহে ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন লেখে। ধর্মকে কী বিশেষরূপে তিনি দেখেছিলেন, তার ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন।

দ্বিতীয় মুখ্য স্তম্ভলেখে অশোক ধর্মের ছ'টি লক্ষণের কথা বলেছেন। লক্ষণগুলি হল অপাসিনবে (অপাস্রব), বহুকয়ানে (বহুকল্যাণ), দয়া, দানে (দান), সচে (সত্য) এবং সোচয়ে (শুচিতা)। সপ্তম মুখ্য স্তম্ভলেখেও অশোক ধর্মের ছ'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল দয়া, দানে, সচে, সোচবে (শুচিতা), মদবে (মার্দব) এবং সাধবে (সাধুতা)। লক্ষ করবার বিষয়, দয়া, দানে, সচে এবং সোচয়ে এই চারটি বৈশিষ্ট্য উভয় তালিকায় স্থান পেয়েছে। প্রথম তালিকাটিতে অপাসিনবে এবং বহুকয়ানে বলে আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় তালিকায় এদের উল্লেখ নেই। সেখানে মদবে ও সাধবে বলে দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। বহুকয়ানে এবং সাধবের অর্থ একই। কিন্তু অপাসিনবে ও মদবে পদ দু'টির অর্থ ভিন্ন। তাহলে ধর্মের সর্বসমেত সাতটি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের কথা জানা গেল। এগুলি হল (১) অপাসিনবে (২) বহুকয়ানে বা সাধবে (৩) দয়া (৪) দানে (৫) সচে (৬) সোচয়ে এবং (৭) মদবে।

আসিনবের অর্থ পাপ প্রবৃত্তি বা পাপ প্রবণতা। এই প্রবৃত্তি বা প্রবণতা থেকে মুক্তি অর্থে অপাসিনবে। এর জন্য রাগ, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, দর্প ও ঈর্ষার মতো রিপুগুলিকে অবশ্যই জয় করতে হবে। কয়ানের অর্থ কল্যাণ। প্রভূত কল্যাণ অর্থে বহুকয়ানে। সচে বলতে বোঝায় সত্য। সোচয়ে যা, শুচিতাও তাই। মদবের অর্থ সৌজন্য।

অশোক কেবল ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেননি, এগুলি রূপায়ণের পথও নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে জীবজগতের প্রতি অহিংস আচরণ, পশুহত্যা পরিহার ও দাস-ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহারেই দয়ার সার্থকতা। দানের প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণ-শ্রমণের উদ্দেশ্যে দানের কথা বলেছেন। মাতা-পিতা, গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ সকলের সেবায় মদবে বা সৌজন্যের সার্থকতা । বহুকয়ানে বা সাধবে বলতে অশোক পথের ধারে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন, তৃষ্ণার্তের জন্য জলপানের ব্যবস্থাপনার মতো জনহিতকর কাজের কথা বলেছেন।

অশোকের ধর্মে স্থূল লোকাচারের কোনও স্থান নেই। শারীরিক অসুস্থতা, পুত্র-কন্যার বিবাহ, পুত্র-কন্যার জন্ম, বিদেশযাত্রা ইত্যাদি ঘটনা উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে সাধারণত মেয়েদেরই উৎসাহ বেশি থাকে। অশোকের মতে এসব অনুষ্ঠান তুচ্ছ ও নিরর্থক, অতএব বর্জনীয়।

ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অশোক বলেন, ধর্মানুশীলনের মধ্য দিয়ে মানুষ পরলোকে অনন্ত পুণ্য অর্জন করে। এই অনন্ত পুণ্যকে তিনি কখনও কখনও স্বর্গ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, মানুষের কাছে স্বর্গের চেয়ে কাম্যতর বস্তু আর কিছু নেই।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অশোক যে ধর্মের কথা বলেছেন, সে ধর্মে মানবিক গুণের বিকাশ ও সদাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোনও আচার-অনুষ্ঠানের কথা এখানে নেই, আছে সংযম,

Scanned with CamScanner

করুণা, চিত্তশুদ্ধি ও মানবিক ঔদার্যের কথা। এ কারণে অনেকে মনে করেন, অশোকের ধর্ম হিন্দু বা বৌদ্ধ বিশেষ কোনও ধর্ম নয়, এ ধর্ম আসলে শাশ্বত নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, অশোকের স্বোদ্ভাবিত এক বিশেষ মানবিক মূল্যবোধ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণকে নিয়ে এক সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গঠন এর উদ্দেশ্য। তাঁরা অশোকের দ্বৈত সত্তার কথা বলেন, একটি অশোকের ব্যক্তিসত্তা, অন্যটিঅশোকের রাজসত্তা। ব্যক্তিগত জীবনে অশোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু রাজা অশোক ব্যক্তি অশোকের ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মনিরপেক্ষ উদার এক নীতিবাদ প্রচার করেছেন। এই নীতিবাদই ধর্ম।

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা অশোকের ধর্মের এই নৈতিক ব্যাখ্যা সমর্থন করেননি। তাঁরা মনে করেন, অশোক যে ধর্ম প্রচার করেছেন তা আসলে বৌদ্ধধর্ম, বিশেষত বৌদ্ধ গৃহীদের আচরণীয় ধর্ম। সত্য বলতে কী, অশোক ধর্মের যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তার সব কটি উপাসক-উপাসিকাদের অবশ্য পালনীয় বলে দীঘনিকায়ের লক্‌খনসুত্তান্ত এবং সিগালোবাদসুত্তে বলা হয়েছে। সংসারী লোকের স্বর্গলাভের কথা ভগবান বুদ্ধ বলেছেন। যেমন বলেছেন অশোক।

অশোকের প্রচারিত ধর্ম মূলত নীতিবাদ, না বৌদ্ধধর্ম, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের বাগ্‌-বিতণ্ডার আজও অবসান হয়নি। অশোক তাঁর ধর্মে বুদ্ধ বা সংঘ সম্পর্কে কোনও কথা বলেননি। আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা নির্বাণের প্রসঙ্গও তিনি উত্থাপন করেননি। এসবের উল্লেখ থাকলে অশোকের ধর্মের বৌদ্ধস্বরূপ নিশ্চিতরূপে প্রকটিত হত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশেষ এক পরিস্থিতিতে অশোকের ধর্মানুরাগ ও ধর্মানুশীলন শুরু হয়েছিল। আর এ কথাও ভুললে চলবে না, কলিঙ্গ যুদ্ধজনিত অশোকের মনস্তাপের ফলেই সে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। মানসিক শান্তির জন্যই তাঁর পুরানো ধর্মমত পরিহার ও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষান্তর। তাঁর মনে ধর্মেরও উন্মেষ ঘটে এই সময়। ফলে অশোকের ধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রতিফলন থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। সর্বজনীন রূপ আছে, বৌদ্ধধর্মের এরূপ বৈশিষ্ট্যের অনুশীলনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তাঁর প্রচারিত ধর্মে বুদ্ধ ও সংঘের উল্লেখ নেই, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণাদির কথাও সেখানে অনুচ্চারিত। ধর্মকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে তাঁর এই সতর্কতা। আর একটি কথা, তখনকার দিনের বৌদ্ধরা ধর্ম বলতে নিজেদের আচরিত ধর্মকেই বুঝতেন।

অশোক তাঁর ধর্মে বৌদ্ধধর্মের সর্বজনীন আদর্শগুলিকে তুলে ধরেছেন। এতে তাঁর ধর্ম সমাজের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধরা অশোকের ধর্মে গৌতম বুদ্ধের শাশ্বত বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনেছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অশোকের ধর্মে দেখেছেন তাঁদের নিজ নিজ ধর্মের প্রতিফলন। ধর্মের মাধ্যমে অশোক অসামান্য বিচক্ষণতার সঙ্গে একদিকে যেমন বুদ্ধের বাণী প্রচার করেছেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর সাম্রাজ্যের 'নানা মত ও নানা পথ'-এর প্রজাদের এক অখণ্ড চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের পরিবর্তে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করা, তাঁর বা তাঁর সরকারের সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটিকে সহজ করে তোলা।

Scanned with CamScanner